BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রত্যয়

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ • সংখ্যা-১৪ • বর্ষ-৪

বেদনাদায়ক মৃত্যুগুলো

BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ • সংখ্যা-১৪ • বর্ষ-৪

সম্পাদকীয়

'প্রত্যয়' এর চতুর্দশ সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সফল অর্থবছর অতিক্রম করেছি। এতে কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়েছে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংস্থার আর্থিক ভিত্তিও কিছুটা সুদৃঢ় হয়েছে। এই অর্জনের জন্য সকল স্তরের কর্মী ভাইবোনদের আন্তরিক অভিনন্দন।

কর্মসূচীকে আরও বেগবান, আরও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আরও মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিৎকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সারাদেশের সব অঞ্চলে একে একে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অঞ্চলভিত্তিক শাখা ও এলাকা ব্যবস্থাপকগণ গুরুত্বপূর্ণ এসব সভায় অংশগ্রহণ করছেন এবং মত বিনিময় করছেন। একইসাথে টীম লীডারগণ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে শাখাপর্যায়ে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং নানা বিষয়ে সহযোগিতা করছেন। আশা করি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চলমান অর্থবছরে আমরা আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে সমর্থ হব।

ক্রমবর্ধমান হারে সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনে এক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে প্রতিদিন অসংখ্য দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে, বিপুল সংখ্যক মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করছে আর অসংখ্য পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসছে। আমাদের অনেক কর্মী ভাইবোনও সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত হয়েছে বা হচ্ছে। নিজেদের একটু অসাবধানতা বা নিয়মের অবহেলার কারণে আমরা এ ধরণের ক্ষতির শিকার হচ্ছি আর বেদনা দায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

এ বিষয়ে আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তাঁর বেদনার মুহূর্তগুলোকে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সংখ্যায় মূল রচনা হিসাবে এটি থাকছে।

শারদীয় শুভেচ্ছা সকলকে।

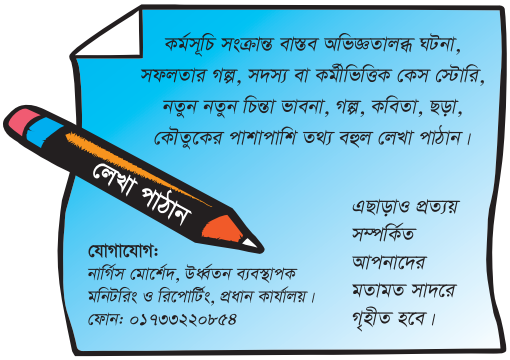

সাফল্যগাঁথা

ফরিদার এখন সুদিন

টাঙ্গাইলের সখিপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের ফরিদা বেগম, জীবন পরিবর্তনের এক সংগ্রামী ও পরিশ্রমী নারীর নাম। আর দশ পাচঁটা নারীর মতই সে স্বপ্ন দেখেছিল বিয়ের পর স্বামী সংসার নিয়ে একসাথে একটি সুন্দর বাড়িতে থাকবে যেখানে অভাব থাকবেনা, তিনবেলা ভাল খাবার থাকবে, ভাল পোশাক থাকবে। কিন্তু স্বপ্ন যে সবার ভাগ্যে সত্যি হয়না। ফরিদার বিয়ে হয়েছিল গরীব এক দিনমজুর আশরাফ আলীর সাথে । তার শুধুমাত্র একটি ছোট ছনের ঘর ছিল। বিয়ের পর কঠিন সংগ্রাম শুরু হয় ফরিদার জীবনে। তিন বেলা খাবার জুটানোর জন্য তার স্বামী কঠোর পরিশ্রম শুরু করে। কোনদিন ভ্যান চালাতো, কোনদিন রডমিস্ত্রির কাজ, কোনদিন অন্যের ক্ষেত খামারে দিনমজুরের কাজ। স্বামীর পাশাপাশি ফরিদাও কাজ শুরু করে - অন্যের বাড়িতে মুড়ি ভাজার কাজ,পাটি তৈরির কাজ এবং গ্রামে ঘুরে ঘুরে মুড়ি, পাটি বিক্রি করার কাজ। এভাবে কঠোর পরিশ্রম আর অভাবের দিনে প্রথম ছেলের জন্ম হয়। এরপরও অভাব যেন পিছু ছাড়ে না। তাই জমি বিক্রি করে স্বামী বিদেশে (সৌদি আরব) পাড়ি জমায়। স্বামীর পাঠানো সামান্য টাকা দিয়ে সংসারের চাকা কিছুটা ঘুরলেও ফরিদার জীবনের স্বপ্ন অধরা রয়ে যায়। কারণ ঋণ পরিশোধ আর সংসারের খরচ করার পর ফরিদার হাতে কিছুই থাকতোনা। তবুও ফরিদা থেমে থাকেনি। এই কষ্টের মাঝেও ফরিদা ধীরে ধীরে ৭০০ টাকা জমিয়ে হাঁস মুরগী পালন শুরু করে। যদিও হাঁস মুরগী পালনের আলাদা ঘর ছিলনা তাই শোয়ার ঘরেই অনেক কষ্ট করে পালন করতো। তারপর ডিম বিক্রির টাকা জমিয়ে ছাগল পালন শুরু করে।

হাসঁ মুরগী ও ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করে ৭০০০ টাকা সঞ্চয় করে ফরিদা একটি গাভী ক্রয় করে। ১ বছরেই গাভিটি আরও ১ টি বাচ্চা দেয় যা ফরিদার জীবনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। ফরিদা ভাবতে শুরু করে একটি গরুর খামার করা তার পক্ষে সম্ভব এবং ভাবনা থেকেই স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা। তাই ফরিদা বুরো বাংলাদেশের সখিপুর শাখার ৭৮ নং কেন্দ্রের সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়। ভর্তি হয়ে ১টি গরু ক্রয়ের জন্য বুরো বাংলাদেশ থেকে ৫০,০০০/= টাকা ১ম ঋণ নেয়। ঋণ নেয়ার পর ৪০,০০০/= টাকা দিয়ে ১ টি গরু ক্রয় করে এবং ১০,০০০/= টাকা দিয়ে টিনের ছোট একটি গোয়াল ঘর তৈরি করে। দেড় মাস পরেই গরুটি ১ টি বাচ্চা দেয় এবং দৈনিক ৪-৫ কেজি দুধ দেয়। তাতেই ফরিদার মনোবল আরও বাড়তে থাকে। এভাবে ২য় ঋণ ২ লক্ষ টাকা, ৩য় , ৪র্থ ও

৫ম ঋণ ৩ লক্ষ টাকা করে এবং ৬ষ্ঠ ঋণ ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির উঠানেই একটি গরুর খামার তৈরি করেছে। যেখানে বর্তমানে ১১ টি বড় গরু আছে। খামার থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৫-১৬ কেজি দুধ পায় যা বিক্রি করে দৈনিক ৮৬০ থেকে ৯০০ টাকা উপার্জন করে। ফরিদার এখন ৪ তলা ফাউন্ডেশনের একটি পাকা বাড়ি আছে, বাড়ির পাশে একটি মুদির দোকান আছে যা তার স্বামী পরিচালনা করে এবং নির্মণাধীন আছে ৩ টি পাকা দোকান ঘর যা ভাড়া দেয়া হবে। এছাড়াও মৎস খামার করার পরিকল্পনায় ১০০ শতাংশ আবাদী জমিও কিনেছে । এই সুখের সংসারেই অনেক দিন পর দ্বিতীয় সন্তান মেয়ের জন্ম হয়। মেয়ে একদিন ডাক্তার হবে, ছেলে গাড়ির ব্যবসা করবে, স্বপ্ন ফরিদার।

সুমনা মানখিন, *প্রশিক্ষক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, টাংগাইল*

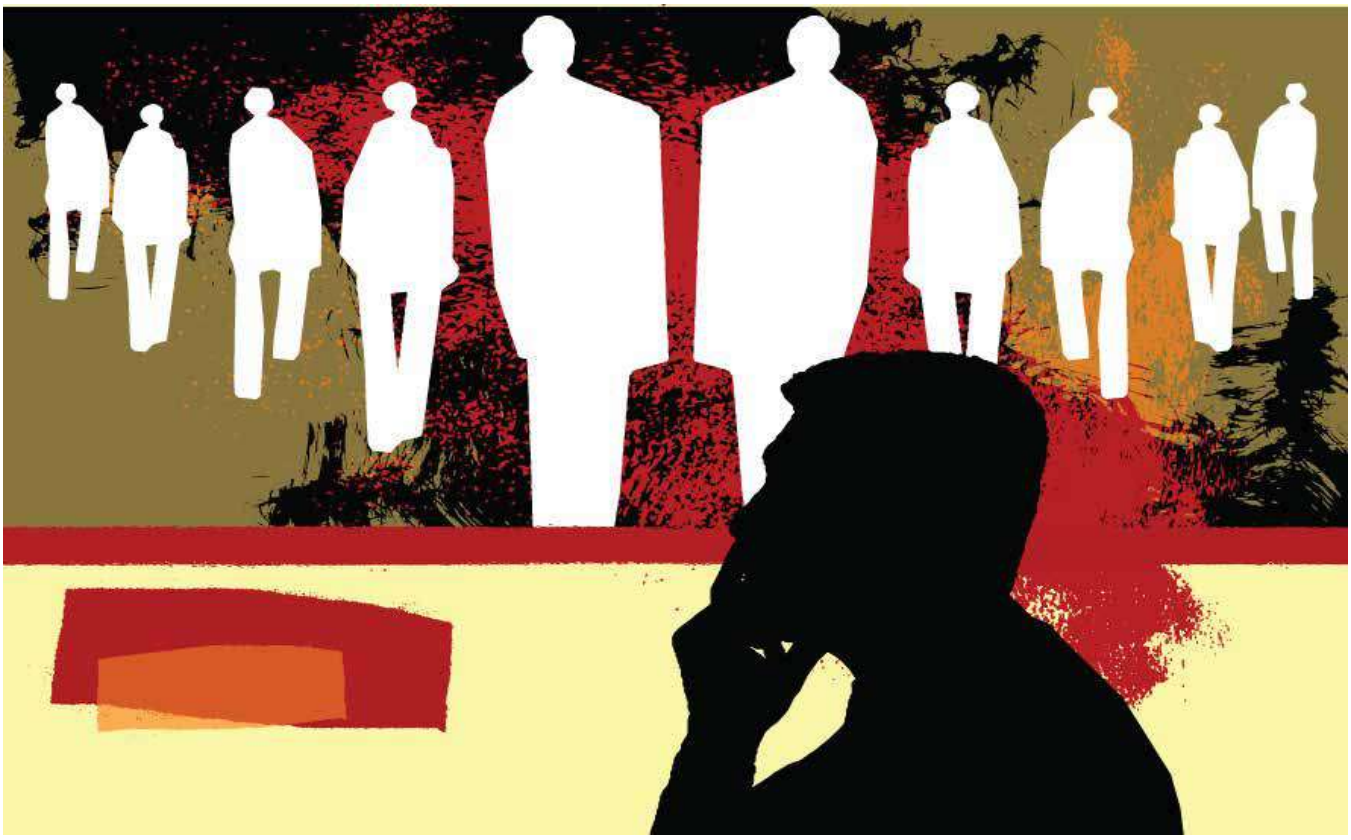

বেদনাদায়ক মৃত্যুগুলো

জাকির হোসেন

গত ১৬ আগস্ট ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গে বগুড়ার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোতাহারুল ইসলাম-এর ফোন পেয়ে। বিপদ না হলে সাধারণত এতো ভোরে কেউ আমাকে ফোন করে না। তাই ওই অসময়ে মোতাহারের ফোন পেয়ে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। নানা আশংকা আমার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। আমার আশংকাই শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয় যখন মোতাহার জানায়, বুরো বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের কর্মী এলাকা ব্যবস্থাপক শাহজাহান মিয়া এই পৃথিবীতে আর নেই। দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কাছে হার মেনে ও মৃত্যুবরণ করেছে। এমন একজন কর্মীর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি। মনের আয়নায় ভেসে উঠে ওর সাথে জড়িয়ে থাকা ছোট-বড় অনেক স্মৃতি। শাহজাহান বুরো বাংলাদেশে যোগ দিয়েছিল ১৯৯৫ সালে আর জীবনের শেষ দিনগুলোতে দায়িত্ব পালন করছিল বগুড়া অঞ্চলের জয়পুরহাট এলাকার ব্যবস্থাপক হিসেবে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শাহজাহান আমার সাথে কাজ করেছে। দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের যে স্বপ্নকে আমি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছি, শাহজাহান আমার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে উঠেছিল। মেধা, পরিশ্রম ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দায়িত্ববোধ থেকে ও একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ফলে ওর মৃত্যু আমাকে প্রচন্ড কষ্ট দিয়েছে, আবেগাপ্লুত করেছে।

আরো দুঃখের বিষয়, শাহজাহানের মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতেই আমাকে শুনতে হয়েছে আরো একটি মৃত্যুর বার্তা...

মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ইলেক্ট্রিসিয়ান জুয়েল ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে গত ৪ সেপ্টেম্বর। প্রাণঘাতি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল সে। দীর্ঘ দিন আমি ওকে কাছ থেকে দেখেছি, ওর ভাল-মন্দের খবর রেখেছি, নিজের সন্তানের মত ভালবেসেছি। ওর মত একজন কর্মঠ, দক্ষ ও স্বতস্ফূর্ত কর্মী সচরাচর চোখে পড়ে না। এরও আগে, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় আমার আরেক প্রিয় কর্মী প্রণব সাহা। কুমিল্লা অঞ্চলের দাউন্দকান্দি শাখার ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক ছিল প্রণব। দুর্ঘটনার দিন নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে কাজে বের হয়েছিল সে। কিন্তু ঘাতক ট্রাক ওকে আর প্রিয়জনের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়নি। আমি ওদের আত্মার শান্তি কামনা করছি, ওদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

বিগত বছরগুলোতে শাহজাহান, প্রণব ও জুয়েলের মত আরো যারা অকালে মৃত্যুবরণ করেছে তারা হলেন: টাঙ্গাইলের দেউলি শাখার হিসাব রক্ষক শিরিণ আক্তার (২০১৬), মধুপুরের চাপরীবাজার শাখার ব্যবস্থাপক ফারুক হোসেন (২০১৪), আলোকদিয়া শাখার হিসাবরক্ষক চম্পা আক্তার (২০১৬), ধনবাড়ি শাখার হিসাবরক্ষক নাজমা সুলতানা (২০১৭), নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের আইটি ব্যবস্থাপক খোরশেদ মাহমুদ আমান (২০১২), গজারিয়া শাখার কর্মসূচি সংগঠক কুলসুম বেগম (২০১৭), ভুলতা শাখার কর্মসূচি সংগঠক তাসলিমা আক্তার (২০১৬), রাজশাহী অঞ্চলের বাঘা শাখার কর্মসূচি সংগঠক রবিউল ইসলাম (২০১৮), সিংরা শাখার সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক জুলফিকার আলী (২০১৭), গাজিপুর অঞ্চলের বোর্ডবাজার শাখার শাখা হিসাবরক্ষক শামীম আল মামুন (২০১৭) ও যশোর অঞ্চলের এলাকা ব্যবস্থাপক সোলায়মান হোসেন (২০১০) ও মোহাম্মদপুর শাখার কর্মসূচি সংগঠক কহিনূর খাতুন (২০১৬)। আমি মনে করি, মৃত্যু নয়, ওরা মূলত জীবন উৎসর্গ করেছে এদেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে। এই লেখার মাধ্যমে আমি আবারও ওদের স্মরণ করছি এবং মানুষের কল্যাণে ওদের কর্মের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই ওদের কল্যাণ-কর্মের প্রতিদান দেবেন।

তবে আলাদাভাবে বলবো বলে উপরের তালিকায় আমি বাবুল ইসলাম ও মাহফুজা খাতুনের নাম উল্লেখ করিনি। ওরা স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই আমাদের কর্মী, ঊর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক হিসেবে কর্মরত ছিল মধুপুর অঞ্চলে। ২০১৫ সালে ঈদের ছুটিতে মোটরসাইকেলে চড়ে বাড়ি যাবার সময় সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড়ে দুর্ঘটনার শিকার হলে ঘটনাস্থলেই ওদের দু'জনের মৃত্যু হয়। সাথে ওদের পুত্র সন্তানও ছিল, ছেলেটি পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। খুবই হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল সেটি। বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মীকে ব্যথিত করেছিল আমাদের এই কর্মী-যুগল ও তাদের সন্তানের অকাল মৃত্যু। পরে জানতে পারি, দুর্ঘটনার দিন ওদের শাখা ব্যবস্থাপক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মানুযায়ী বারবার নিষেধ করেছিল মহাসড়কে মোটরসাইকেল না চালাবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওরা সে নিষেধ শুনেনি। জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টিকর্তার হাতে, কিন্তু কেন যেন আমার মনে হয়েছে ওরা সেদিন নিষেধ শুনলে হয়তো এভাবে মরতে হতো না!

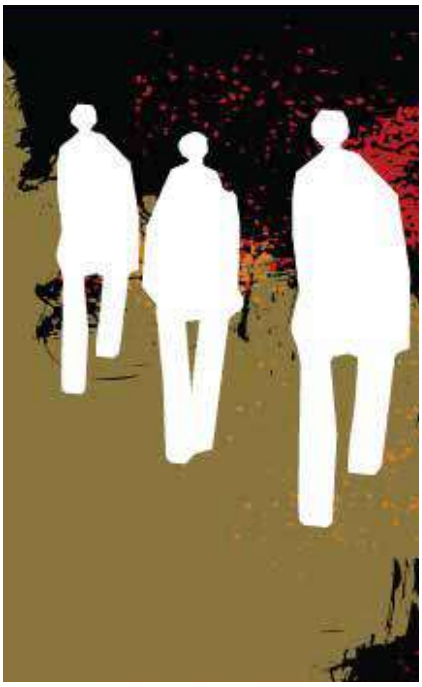

অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মতই বুরো বাংলাদেশের কর্মীরাও নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন ও জীবন মান উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়ে। মানুষের প্রতি গভীর মমতা ও দায়িত্ববোধের কারণে রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতেও তারা দ্বিধা করে না। কর্তব্য পালনের স্বার্থে তাদের এই আত্মত্যাগ আমাদের গর্বিত করে। কিন্তু এর ফলে কর্মীরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ও তাদের জীবনে মৃত্যুর ঝুঁকি দেখা দেয় তখন অভিভাবক হিসেবে আমরাও উদ্বিগ্ন হই, ব্যথিত হই, অনুতপ্ত হই। কারণ এসবের দায়দায়িত্ব আমরাও এড়াতে পারি না।

একজন কর্মীর মৃত্যু হলে বুরো বাংলাদেশ তার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়, আর্থিক সহযোগিতা করে। কিন্তু একটি জীবনের বিপরীতে এমন সহযোগিতা নিতান্তই নগণ্য

মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে আমার সন্তানতুল্য কর্মীরা এভাবেই একের পর এক না ফেরার জগতে পাড়ি জমাচ্ছে– কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে আর কেউ সড়ক দুর্ঘটনায়। এমন বিচ্ছেদের কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। কারণ মৃত্যু শুধু একটি জীবনেরই অবসান নয়, একই সাথে আরো অনেকগুলো জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত ছন্দপতন। বিশেষ করে উপার্জনশীল কারো অকাল মৃত্যু তার পরিবারের জন্য সৃষ্টি করে এক অপূরণীয় শূন্যতা। কখনো কখনো এই শূন্যতার মাঝেই বিলীন হয়ে যায় সেই পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আর কতগুলো নিষ্পাপ মুখের হাসি। তাছাড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ওরা যে কাজ করছিল সেখানেও ছন্দপতন ঘটে। আমরা হয়তো অন্য কোন কর্মীকে ওদের স্থলে দায়িত্ব দেই কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মানুষটির শূন্যতা কোনদিন পূরণ হয় না।

আমরা যারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছি, তাদের কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীই সন্তানতুল্য। এর কারণ শুধু যে বয়সের পার্থক্য তা নয়, এর পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের সহাবস্থান, একই লক্ষ্যে একইসাথে কাজ করে যাওয়ার অনুপ্রেরণা, তাদের ভাল-মন্দের দেখভাল করা দায়িত্ব, সুখে-দুখে পাশে থাকা এবং জীবন-মান উন্নয়নের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার। মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক– এই দুই প্রেক্ষাপট থেকেই এগুলোর সবই আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশের চেয়ে ভারী আর কিছুই এ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তারপরও একটি নবজাতকের মৃত্যু যতটা না কষ্টদায়ক তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টদায়ক সেই সন্তানের মৃত্যু, যে সন্তানকে পিতা-মাতা অনেক যত্নে লালন-পালন করেছেন, যার সাথে জীবনের অনেকগুলো দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যার সাথে জড়িয়ে গেছে জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহ ও সুখ-দুঃখের অজস্র স্মৃতি। দীর্ঘ দিন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর যখন কোন কর্মী বা সহকর্মী চিরবিদায় নেয় তখন আমাদের কষ্টটাও হয় সেই সব সন্তানহারা বাবা-মায়ের মতই। কারণ সময় তাদেরকে আমাদের সন্তানতুল্য করে গড়ে তুলেছে, এক অদৃশ্য মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছে।

বুরো বাংলাদেশের হাজার হাজার কর্মী সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে সড়ক ও মহাসড়কে প্রতিনিয়ত তাদের ভ্রমণ করতে হয়। ফলে অনেকেই মোটরসাইকেল ব্যবহার করে। প্রতিষ্ঠান থেকেও মোটরসাইকেল ক্রয়ে তাদের সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাদের অনেকে মহাসড়কে মোটরসাইকেল, অটোরিক্সা ও রিক্সার মত ছোট ও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার করে, যার ফলে বাস-ট্রাকের মত ভারি যানবাহনের ধাক্কায় ও রিক্সা-অটোরিক্সার চাঁকায় উড়না জড়িয়েও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এ ধরণের দুঃখজনক অকাল মৃত্যুর পেছনে আমাদের কর্মীদের অসতর্কতাও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পর্যাপ্ত সড়ক নিরাপত্তার অভাব। ঝুঁকিপূর্ণ মহাসড়ক একটি জাতীয় সমস্যা তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে বিশ্বের সব দেশেই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। সুতরাং বাংলাদেশ যে এর ব্যতিক্রম হবে আমরা তা প্রত্যাশাও করি না। আর এ কারণেই এই সমস্যার যেমন চটজলদি সমাধান সম্ভব নয়, তেমনি এর সমাধান এককভাবে আমাদের মত সাধারণ নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের হাতেও নেই। কিন্তু সড়ক ব্যবহারকারী হিসেবে সতর্কতা অবলম্বন করার দায়িত্বটা পুরোপুরিই আমাদের হাতে। একটু সচেতনতা ও বাড়তি সতর্কতাই পারে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে। একজন নাগরিকের, বিশেষ করে বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মীরই মনে রাখা উচিত, সড়ক ও মহাসড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে এই সতর্কতা অবলম্বন শুধু তার নিজের জন্যই নয়, তার পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের জন্যও জরুরী।

মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার সামর্থ্য কোন জীবিত সত্তারই নেই। কিন্তু একটু সচেতনতা ও নিজের প্রতি খেয়াল রাখার মানসিকতাই পারে একটি সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে। অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মতই বুরো বাংলাদেশের কর্মীরাও নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন ও জীবন মান উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়ে। মানুষের প্রতি গভীর মমতা ও দায়িত্ববোধের কারণে রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতেও তারা দ্বিধা করে না। কর্তব্য পালনের স্বার্থে তাদের এই আত্মত্যাগ আমাদের গর্বিত করে। কিন্তু এর ফলে কর্মীরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ও তাদের জীবনে মৃত্যুর ঝুঁকি দেখা দেয় তখন অভিভাবক হিসেবে আমরাও উদ্বিগ্ন হই, ব্যথিত হয়, অনুতপ্ত হই। কারণ এসবের দায়দায়িত্ব আমরাও এড়াতে পারি না।

একজন কর্মীর মৃত্যু হলে বুরো বাংলাদেশ তার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়, আর্থিক সহযোগিতা করে। কিন্তু একটি জীবনের বিপরীতে এমন সহযোগিতা নিতান্তই নগণ্য। কারণ আমরা মনে করি, তাদের

আমরা যারা অনেক সহকর্মীদের নিয়ে কাজ করি, অভিভাবক হয়ে উঠি তাদের এ ধরনের কষ্ট ও শোক বার বার সহ্য করতে হয়। এ অনুভূতি অবর্ণনীয়। তাই সহকর্মীদের কাছে আমার শেষ মিনতি, নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন এবং নিরাপদ চলাচলের দিকে অধিক গুরুত্ব দিন

এই আত্মত্যাগের প্রতিদান কখনোই অর্থমূল্যে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি এও বিশ্বাস করি, দরিদ্র মানুষ ও নিজ পরিবারের সুখের জন্য তাদের এই আত্মত্যাগের মূল্যায়ন সৃষ্টিকর্তা একদিন অবশ্যই করবেন। কিন্তু তাই বলে কর্মীদের জীবদ্দশায় তাদের প্রতি আমাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তা নয়। তারা যাতে সহজে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, একজন যোগ্য সমাজ সেবক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মকালীন হাতে-কলমে শিক্ষা এবং অন্যকে সেবা দেয়ার ইতিবাচক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনেও উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে একজন অভিভাবক যেমন তাদের শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করে তেমনি প্রতিষ্ঠানও তাদের পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তোলে।

এছাড়া, বুরো বাংলাদেশ তার প্রতিটি কর্মীর সুস্থ ও নিরাপদ জীবনের জন্য সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। সুস্থ দেহ যেমন একজন কর্মীর নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তার পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শাখা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ব্যবস্থাপনায় বসবাসরত কর্মীরা যাতে পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে গ্রহণ করতে পারে আমরা সে দিকটি গুরুত্বের সাথে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করি। এ সংক্রান্ত একটি লিখিত নির্দেশনাও আমাদের রয়েছে। আমরা মনে করি, নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে পরিবার থেকে দূরে থেকেও তাদের পক্ষে সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব। পাশাপাশি, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় কর্মীদের সুস্থতার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছাতা ও রেইন কোট বিতরণ কার্যক্রমও আমাদের রয়েছে। এরপরও কোন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়লে সে যাতে প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন এবং সঠিক স্থান থেকে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যেও আমরা তাদের সহযোগিতা করি।

শুধু অসুস্থতাকালীন সহযোগিতাই নয়, সড়কপথে নিরাপদ যাতায়াতের জন্যও আমরা কর্মীদের সচেতন থাকার পরামর্শ দেই। আমাদের এই পরামর্শ অভিভাবকত্বের দায়িত্ববোধ থেকে। মহাসড়কে মোটরসাইকেলসহ ছোট যানবাহন ব্যবহার না করা ও সরকার নির্দেশিত সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশনাগুলো মেনে চলার জন্যও আমরা তাদের নিয়মিত তাগিদ দিয়ে থাকি। কারণ সচেতন থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব। তবে এসব ক্ষেত্রে সবার যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, নাগরিক, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের যৌথ প্রয়াসে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আর এর ফলস্বরূপ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে অসংখ্য সম্ভাবনাময় জীবন।

কোন পরিবারের একটি সদস্যের মৃত্যু হলে সেই পরিবারের অভিভাবকগণ শোকসন্তপ্ত হন এবং সময়ের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে সেই শোক কাটিয়েও উঠেন। কিন্তু আমরা যারা অনেক সহকর্মীদের নিয়ে কাজ করি, অভিভাবক হয়ে উঠি তাদের ফলে এ ধরনের কষ্ট ও শোক আমাদের বার বার সহ্য করতে হয়। এ অনুভূতি অবর্ণনীয়। তাই সহকর্মীদের কাছে আমার শেষ মিনতি, নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন এবং নিরাপদ চলাচলের দিকে অধিক গুরুত্ব দিন।

জাকির হোসেন, *নির্বাহী পরিচালক*

অন্যের মন যেভাবে জয় করবেন

অন্যের কাছে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের কত প্রচেষ্টাই না থাকে। সুন্দর করে কথা বলা, দারুণ মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি কিংবা নান্দনিক বাচনভঙ্গি নিয়ে অন্যদের মন জয় করার চেষ্টা আমরা করে যাই। আজ পড়ুন এমনই কয়েকটি পরামর্শ যার মাধ্যমে আপনি খুব দ্রুত অন্যদের মন জয় করে নিতে পারেন।

নিজেকে বিশেষ একটি দক্ষতার পরিচয়ে প্রকাশ করুন

আপনি সব পারেন, সব জানেন তাহলে আপনাকে কেউ মনে রাখবে না নিশ্চিত থাকুন। বন্ধুমহলে নিজের একটি দক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে পরিচিত করুন। একাধারে ক্রিকেট খেলেন, ভালো বেহালা বাজান, দারুণ সাইকেল চালান এমনই নানা পরিচয়ে সবাই আপনাকে চিনলে কেউই গুরুত্ব দেবে না। খেয়াল করে নিজের জন্য একটি পরিচয় গ্রহণ করে সবার কাছে প্রকাশ করুন।

দেখতে পরিপাটি হোন

আপনি হয়তো সুদর্শন নন, আবার ক্রীড়াবিদদের মতো সুঠাম দেহের অধিকারী নন। নিজেকে পরিপাটিভাবে প্রকাশ করতে শিখুন। পরিষ্কার পোশাক পরিধানে মনোযোগী হোন। নতুন পরিচয় হওয়া মানুষের মনে আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা ২০১২ সালে এক নিবন্ধে জানান, প্রথম পরিচয়ের ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে জুতা ও পোশাকের মাধ্যমে একটি ছাপচিত্র মানুষের মনে তৈরি হয়, যা কয়েক বছর পর্যন্ত মানুষ মনে রাখতে পারে।

দাঁড়িয়ে কথা বলতে শিখুন

দাঁড়িয়ে কথা বললে শ্রোতাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়। অফিসে কিংবা ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস করুন। সবাই আপনার কথা গুরুত্বসহকারে নেবে।

কথা বলুন

আমরা কোথাও নতুন পরিবেশে অবস্থান করলে চুপ থাকার চেষ্টা করি। যা কখনই করবেন না। কোনো নতুন জায়গায় গেলে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হোন। আপনার নাম-পরিচয় দিয়ে নতুন মানুষটির পরিচয় জানার চেষ্টা করুন। যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আগে চলে এসে নতুনদের সঙ্গে এভাবে পরিচিত হতে পারেন।

দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করুন

বেশির ভাগ সময়ই আমরা অফিসের মিটিংগুলোয় চুপচাপ থাকি। কথা শুনে, কিছু না বলেই চলে আসি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে আপনি অফিসের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্তাকে নিচু স্বরে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন। সৃজনশীল কিংবা কাজের প্রশ্ন করলে আপনার গুরুত্ব কর্মী হিসেবে বাড়বে।

মুক্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করুন

আপনি যা তা প্রকাশ করতে শিখুন। নিজেকে ভ্রান্তভাবে সবার সামনে প্রকাশ করবেন না। আপনি হয়তো সাময়িক মুগ্ধতা ছড়াতে পারবেন, কিন্তু একসময় আপনার আসল পরিচয় সবাই জেনে যাবে। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে জানুন। আপনার মধ্যে জড়তা থাকলেও তা প্রকাশ করুন। নিজেকে নিয়ে লুকোচুরি করবেন না।

হাসুন

যত কঠিন পরিবেশেই হাজির হোন না কেন, হাসুন। পরিস্থিতি বুঝে হাসতে শিখুন। মনে রাখবেন, হাসি দিয়ে দুনিয়া জয় করা যায়।

নাম মনে রাখা শিখুন

প্রথম পরিচয়ে যেকোনো মানুষেরই নাম মনে রাখুন। অন্যের মন পেতে প্রথমেই তার নাম শুদ্ধ করে বলা ও উচ্চারণ করতে জানতে হবে।

অন্যকে কথা বলতে দিন

বলা হয় তিনি ভালো কথা বলেন যিনি অন্যকে কথা বলার সুযোগ দেন বেশি। নিজে বলার চেয়ে অন্যকে তার গল্প বলতে উৎসাহিত করুন। কথা শোনার সময় আপনি যে কথা শুনছেন তা প্রকাশের জন্য প্রশ্ন করুন।

শরীরের ভাষা অনুকরণ করুন

নতুন মানুষের মন জিততে তার শরীরী ভাষাকে অনুসরণ করুন। মানুষ স্বাভাবিকভাবে তাকেই পছন্দ করেন যিনি তাঁর মতো, তাই কারও মন পেতে তাঁর মতো শরীরী ভাষা রপ্ত করুন।

তাকানো শিখুন

অনেকে আমরা চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। যেকোনো মিটিং বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যখনই কারও সঙ্গে কথা বলবেন চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে কথা বলতে শিখুন। আবার বিরক্তি তৈরি হয় এমনভাবে তাকাবেন না। আপনার তাকানোর মধ্য দিয়ে যেন আপনার আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

বুরো বাংলাদেশের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা ২০১৮-১৯

টাঙ্গাইল সিএইচআরডিতে অনুষ্ঠিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। মঞ্চে উপস্থিত আছেন পরিচালক- অর্থ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক ও উপ-পরিচালক- কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন।

বেথেনী আশ্রমকে সহায়তা প্রদান

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার সাধু পলের ধর্মপল্লীর বেথেনী আশ্রমের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পুনরায় শুরু উপলক্ষে গত ১০ আগস্ট আয়োজিত একটি মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক ও বেথেনী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লরেন্স রিবেরু সিএসসিসহ সুধীবৃন্দ। বেথেনী আশ্রমের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা দিচ্ছে বুরো বাংলাদেশ।

জাতির জনকের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী পালন

গত ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনসহ পরিচালকবৃন্দ। উপস্থাপনায় ছিলেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের প্রধান সাঈদ আহমেদ খান।

ঈদ-উত্তর পুনর্মিলনী

এ বছর পবিত্র ঈদ উল আয্হা উদযাপনের পর প্রথম কর্মদিবসে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীদের সাথে নিয়ে ঈদ-উত্তর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে বুরোর সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এসএমএপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

এসএমএপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সম্ভাবনা নিয়ে বুরো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকল্পের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি দলের একটি বৈঠক সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ জুলাই। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমএপি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণসহ বুরোর নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক অর্থ, উপ-পরিচালক কর্মসূচীসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ।

ষান্মাসিক সমন্বয় সভা'২০১৮

বিগত ১২.০৯.২০১৮ তারিখে সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, মধুপুরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ষান্মাসিক সমন্বয় সভা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী জনাব এবিএম আমিনুল করিম মজুমদার, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের প্রধানগণ ও সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের টিম লিডারগণ।

এসএমএপি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাইকার সহযোগিতায় বুরো বাংলাদেশ এসএমএপি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (সেপ্টেম্বর ২০১৫ - আগষ্ট ২০১৮) বাস্তবায়ন সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের (সেপ্টেম্বর ২০১৮ - আগষ্ট ২০২১) বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বুরো বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রতি এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার এবং এসএমএপি প্রকল্প পরিচালক জনাব মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমএপি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ । বুরো বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এবং পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন।

‘ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অবদান’ শীর্ষক বিশেষ সভা

স্বনামধন্য গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন সমুন্নয় কর্তৃক ‘বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাসকরণে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অবদান’ শীর্ষক একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের একটি বিশেষ সভা সম্প্রতি বুরোর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ আতিউর রহমান, CDF এর চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক, মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন MFI এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বুরোর পক্ষে পরিচালক-অর্থ, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও উপপরিচালক-কর্মসূচীসহ বুরোর পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

water.org-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা

গত ২ আগস্ট সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে দাতা সংস্থা water.org-এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে 'প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা শেষে গ্রুপ ফটোসেশনে প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দের সাথে পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক ও উপ-পরিচালক-কর্মসূচী ফারমিনা হোসেনসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাইকা প্রতিনিধির মত বিনিময়

গত ২০ শে সেপ্টেম্বর বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে আসেন জাপানের মিঃ য়ুইচি কাৎসুকি, প্রোগ্রাম এডভাইজর (কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন) জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি (জাইকা)। কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় এসএমএপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সম্ভাবনা নিয়ে বুরো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি মত বিনিময় করেন। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক এবং বুরোর এসএমএপি প্রকল্পের সহকারী কর্মকর্তা জনাব তাজুল ইসলাম।

অঞ্চল এবং বিভাগ ভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পনা সভা ২০১৮-১৯

বুরো বাংলাদেশের মূল কর্মসূচীকে আরও বেগবান করা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং আরও মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিৎকরণের লক্ষ্যে এই প্রান্তিকে সারাদেশের সব অঞ্চলে একে একে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক শাখা ও এলাকা ব্যবস্থাপকগণ গুরুত্বপূর্ণ এসব সভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং মত বিনিময় করেছেন। একই বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়েও সভা করা হয়েছে। উপ-পরিচালক-কর্মসূচী ফারমিনা হোসেনসহ বুরোর পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রতিটি সভা পরিচালনা করেছেন।

শোক সংবাদ

মোঃ শাহজাহান মিয়া, পিন-১১৯, পদবী: এলাকা ব্যবস্থাপক, এলাকা: জয়পুরহাট, অঞ্চল: বগুড়া, সংস্থায় যোগদানের তারিখঃ ১৫/১০/১৯৯৫। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সম্প্রতি কিছুদিন যাবত জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। ইতোমধ্যে জ্বরের মাত্রা বেশী হওয়ায় তাকে প্রথমে সেবা ক্লিনিক, টাংগাইল চিকিৎসা করানো হয়। পরে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে ঢাকার এম এইচ শমরিতা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তিনি ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ১৫/০৮/২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার পরিবারে রেখে যান স্ত্রীসহ এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান। পরিবার ও আত্নীয়-স্বজনদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল সহকর্মী এবং সদস্যদের সাথে তার আচরণ ছিল ভদ্রোচিত ও মার্জিত। স্বল্পভাষী এবং অত্যন্ত দক্ষ এই কর্মীর নিজ কাজের প্রতি ছিল যথেষ্ট আন্তরিকতা। তার অকাল মৃত্যুতে বুরো পরিবারের প্রতিটি কর্মী মর্মাহত।

বুরো পরিবার মোঃ শাহজাহান মিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

নিলুফুন নাহার চৌধুরী
সহকারী কর্মকর্তা -মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

মোঃ জহিরুল ইসলাম (জুয়েল), পিন-১৬০৫৩, পদবীঃ ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, অঞ্চলঃ মধুপুর, সংস্থায় যোগদানের তারিখঃ ১০/০৩/২০১৫। ০১/০৭/২০১৬ তারিখে সংস্থার স্থায়ী কর্মী হিসেবে তাকে নিয়োগদান করা হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত প্রায় ৬-৭ মাস ধরে তিনি হেপাটাইটিস-বি পজেটিভ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। হঠাৎ তার প্রচন্ড জ্বর হওয়ায় টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে ঢাকায় ল্যাব এইড হাসপাতালে এবং সর্বশেষ সুচিকিৎসার আশায় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বিগত ২৭/০৮/২০১৮ তারিখ সোমবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে উক্ত হাসপাতালের আই.সি.ইউ.তে রাখা হয়। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে জুয়েল সাত দিন আই. সি. ইউ' তে থাকার পর ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দুপুর ৩-১৫ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। একজন কর্মী হিসেবে তিনি অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ এবং দায়িত্বপরায়ণ ছিলেন। মোঃ জহিরুল ইসলাম (জুয়েল)-এর অকালপ্রয়াণে বুরো পরিবারের প্রতিটি কর্মী মর্মাহত। মৃত্যুকালে তিনি তার স্ত্রী ও চার বছরের এক কন্যা শিশু রেখে যান।

বুরো পরিবার মোঃ জহিরুল ইসলাম (জুয়েল)-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

নিলুফুন নাহার চৌধুরী
সহকারী কর্মকর্তা -মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ • সংখ্যা-১৪ • বর্ষ-৪

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সফল বাস্তবায়ন ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও শিখন বিনিময়ের জন্য সম্প্রতি দুদিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ বিভাগের সহযোগীতায় মধুপুর মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা এবং বুরোর বিভাগীয় প্রধানগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা করেন water.org-র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব আবু আসলাম, প্রকল্প মূল্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ডঃ নাজমুল ইসলাম, প্রধান নির্মান সমন্বয়কারী জনাব মুকিতুল ইসলাম, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ বণিক, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন।

প্রয়াত শাহজাহান মিয়ার স্ত্রীর হাতে চেক প্রদান

বুরো বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের কর্মী প্রয়াত এলাকা ব্যবস্থাপক শাহজাহান মিয়ার স্ত্রীর হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সাথে ছিলেন পরিচালকবৃন্দ ও শাহজাহান মিয়ার দুই সন্তান। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বুরোতে ২৩ বছরের কর্মজীবনে শাহজাহান মিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তার অধ্যয়নরত জ্যেষ্ঠ সন্তানের উচ্চশিক্ষার সকল খরচ বহনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সংগ্রহ এবং সংকলন: প্রাণেশ বণিক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৫৫০৫৯৮৫৯, ৫৫০৫৯৮৬০, ৫৫০৫৯৮৬১, ইমেইল: BURO@BUROBD.ORG ওয়েব: WWW.BUROBD.ORG